এক ব্যক্তির মা মারা গেছেন, তার জিম্মায় দুই রমযানের সাওম কাযা ছিল

توفيت والدته وعليها قضاء رمضانين

<বাঙালি - Bengal - بنغالي >
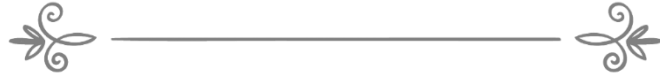
ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

অনুবাদক: সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

এক ব্যক্তির মা মারা গেছেন, তার জিম্মায় দুই রমযানের সাওম কাযা ছিল

প্রশ্ন: আমার মা মারা গেছেন, তিনি তার জীবদ্দশায় আমাকে বলেছেন যে, তার জিম্মায় দু'বছরে দুই রমযানের কাযা সাওম রয়ে গেছে। যখন রমযান এসেছে, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তিনি তার কাযা আদায় না করেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করব, না খাদ্য দান করব? খাদ্য দান করার পদ্ধতি কী? কিছু ছাগল যবেহ করে তা ষাট ঘরে বণ্টন করে দেব, না খাদ্য পরিমাণ নগদ অর্থ দেব?

উত্তর: আল-হামদুলিল্লাহ

উত্তম হচ্ছে, আপনি আপনার মায়ের পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করুন। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»

"যে ব্যক্তি মারা গেল, যার জিম্মায় সিয়াম রয়েছে, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক সিয়াম পালন করবে"। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) নিকট আত্মীয়-ই অভিভাবক। যদি আপনার পক্ষে অথবা তার কোনো আত্মীয়ের পক্ষে সিয়াম পালন সম্ভব না হয়, তাহলে তার মিরাস থেকে অথবা আপনার সম্পদ থেকে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন ফকিরকে খাদ্য দান করবেন, যার পরিমাণ দেশীয় খাদ্যের অর্ধ 'সা'। যদি প্রত্যেক দিনের খাদ্য জমা করে একজন ফকিরকে দান করেন, তবেও শুদ্ধ হবে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

সূত্র:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

শাইখ আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ ইবন বায

শাইখ আব্দুর রাযযাক আফীফী

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন গুদাইয়ান